থার্স্টোনের বৃদ্ধির তত্ত্ব(Thurstone's Theory of Intelligence)

বুদ্ধির দলগত বহু উপাদান তত্ত্বটির প্রবর্তক হলেন আমেরিকার মনোবিদ এল টি থার্স্টোন (LT Thurstone), যিনি 60টি পৃথক বুদ্ধি অভীক্ষাকে 240 জনেরও বেশি শিক্ষার্থীর ওপর প্রয়োগ করে তার ফলাফলের ভিত্তিতে উপাদান বিশ্লেষণের মাধ্যমে এই তত্ত্বের প্রতিষ্ঠা করেন। বুদ্ধি সম্পর্কিত তাঁর ধারণা হল-"মানুষের বুদ্ধি কোনো একক শক্তি নয়।" যেমন-কোনো শিক্ষার্থীকে যদি পড়া মুখস্থ বলতে বলা হয় তাহলে তার স্মৃতিতে সংরক্ষণের ক্ষমতা এবং বাক্য ব্যবহারের ক্ষমতা দুটিই একসঙ্গে প্রয়োজন হয়। কোনো একটি উপাদান বা ক্ষমতা দ্বারা কাজটি সম্পন্ন করা সম্ভব নয়।

থার্স্টোনের মতে, মানুষ যে সমস্ত মানসিক ক্রিয়া বা কাজ করে তার পশ্চাতে কতকগুলি মৌলিক শক্তি বা বুদ্ধির উপাদান রয়েছে। এগুলি সবই প্রাথমিক মানসিক সক্ষমতা (primary mental ability)। তিনি তাঁর তত্ত্বে এরকম 7টি পরস্পর নিরপেক্ষ প্রাথমিক বা মৌলিক মানসিক উপাদানের কথা বলেছেন।

থার্স্টোনের বুদ্ধির উপাদানসমূহ (Intelligence Elements of Thurstone): থার্স্টোনের প্রাথমিক মানসিক সক্ষমতার উপাদানগুলি হল-

1. ভাষাগত উপাদান (Verbal factor (V): এই উপাদানের দ্বারা ব্যক্তি যথাযথভাবে শব্দ ব্যবহার করতে, বুঝতে ও বিভিন্ন শব্দের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করতে সক্ষম হয়।

2. স্থানিক উপাদান (Spatial factor (S): এই উপাদানের দ্বারা ব্যক্তি কোনো স্থান সম্পর্কে বা কোনো কাজ (task) সম্পর্কে অনুমান বা ধারণা করতে সক্ষম হয়।

3. সংখ্যাতাত্ত্বিক উপাদান (Numerical factor (N): এই উপাদানের সাহায্যে সংখ্যা সম্পর্কে, দ্রুত ও সঠিকভাবে সংখ্যার ব্যবহারের সক্ষমতা হয়।

4. স্মৃতিগত উপাদান (Memory factor (M): এই উপাদনের দ্বারা ব্যক্তি কোনো বিষয়কে দ্রুত স্মৃতিতে ধারণ বা সংরক্ষণ করতে সক্ষম হয়।

5. শব্দগত উপাদান (Word fluency factor (W): বুদ্ধির এই উপাদানটি দ্রুত শব্দের ব্যবহার করতে, শব্দের অর্থ ও প্রয়োগের ভিন্নতা বুঝতে সাহায্য করে।

6. প্রত্যক্ষণগত উপাদান (Perceptual factor (P): এই উপাদানটি ব্যক্তিকে বিষয়বস্তুর প্রত্যক্ষণে সাহায্য করে।

7. যুক্তিনির্ণয়ের উপাদান [Reasoning factor (R): এই উপাদানের দ্বারা ব্যক্তি বিভিন্ন বিষয়ের অবরোহী (Inductive) এবং আরোহী (Deductive) যুক্তি নির্ণয়ে সক্ষম হয়।

থার্স্টোনের তত্ত্বের শিক্ষাগত তাৎপর্য (Educational Implication of Thurstone's Theory): থার্স্টোনের তত্ত্বের শিক্ষাগত তাৎপর্যগুলি হল-

1) মানসিক সক্ষমতার বিকাশ (Development of mental capacity): এই তত্ত্বের সাহায্যে শিক্ষকগণ শিক্ষার্থীদের বৌদ্ধিক উপাদানগুলিকে পর্যবেক্ষণ করে তাদের সক্ষমতা অনুযায়ী শিক্ষা দিলে শিক্ষার্থীদের মানসিক সক্ষমতা বৃদ্ধি করা সম্ভব। যেমন-

a) যে শিক্ষার্থীর সংখ্যাতাত্ত্বিক বুদ্ধির উপাদান (সক্ষমতা) বেশি, তাকে অধিক সংখ্যক গণিতের কাজ (task) দিলে ওই বিষয়ে তার সক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে।

b) যে শিক্ষার্থীর যুক্তি বিচারকরণের বৌদ্ধিক উপাদানটি বেশি তাকে বিভিন্ন সমস্যা সমাধানমূলক কাজ (task) দেওয়া যেতে পারে।

2. সক্ষমতার পরিমাপ (Assessing talent): এই তত্ত্বের সাহায্যে শিক্ষার্থীর সক্ষমতা বা বৌদ্ধিক ক্ষমতার পরিমাপ করা সম্ভব। এর সাহায্যে শ্রেণিকক্ষে সঠিক প্রতিভাকে চিহ্নিত করা সম্ভব।

3. শিক্ষাগত কর্মসূচি নির্বাচন (Selection of educational programme): এই তত্ত্বের সাহায্যে শিক্ষার্থীর সক্ষমতা জেনে তার জন্য উপযোগী শিক্ষাগত কর্মসূচি নির্বাচন করা সম্ভব। যেমন- যে শিক্ষার্থীর ভাষাগত সক্ষমতা বেশি, তাকে ভাষাশিক্ষার কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে।

4. বৃত্তিগত নির্দেশনা (Vocational guidance): এই তত্ত্বের সাহায্যে শিক্ষার্থীদের সক্ষমতা নির্ণয় করে তাকে যথাযথ বৃত্তিগত নির্দেশনা দেওয়া সম্ভব।